National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2025; 1(61): 292-294
© 2025 NJHSR
www.sanskritarticle.com

Babita Sing Sardar
Former Student, Dept. of Bengali,
Banaras Hindu University,
Varanasi – 221005, Uttar Pradesh

Correspondence:
Babita Sing Sardar
Former Student, Dept. of Bengali,
Banaras Hindu University,
Varanasi – 221005, Uttar Pradesh

আদিবাসী উৎসব -সারুল প্রসঙ্গ

Babita Sing Sardar

Abstract :- ঝাড়খন্ড পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে পাহাড়ের প্রান্ত দেশে বসবাসকারী ভূমিজ মুন্ডা মুড়া ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের মধ্যে নতুন বছরের (মাঘ মাসের আইখান যাত্রার পর)সূচনা লগ্নে কৃষিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর মিলন ও সূর্য পৃথিবীর বিবাহ উৎসব সারুল। সারুল কথাটির মধ্যে সা -এর অর্থ সগুন বা নতুন,র এর অর্থ রব বা আওয়াজ ও হুল এর অর্থ জনগোষ্ঠী সবাই মিলে। মাঘ মাসের প্রথম দিনের পর বা আইখান যাত্রার পর ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে গ্রামের লায়ার পৌরহিতত্য এই পূজা বা মিলন উৎসব সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। গ্রামের মঙ্গলার্থে ও সমৃদ্ধির জন্য পূর্বপুরুষের কাল ধরে চলে আসা রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বকে তুলে ধরা। এই পূজা বা উৎসব শুরু হয় বিভিন্ন দেবতা যেমন- সিংবোঙ্গা,মাঘবুরু মারাং বুরু প্রভৃতি দেবতার আরাধনার মধ্যে এছাড়া বিশেষ করে পবিত্র শাল গাছের পূজার মাধ্যমে। পূজাস্থলে ফুলশুসারি (সেবক)পরিবেশনায় শালফুল আতপ চালের গুড়ি,সিঁদুর,মোরগ এবং চাঁপাইন হাইড়া লায়া নিবেদন করে।এরপর উপবাসী গ্রামের নারী -পুরুষ পূজাস্থলে লায়ার কাছে শালফুল ও চাঁপাইন হাইড়া নৈবেদ্য গ্রহণ করে পরস্পরের কোমর ধরে পৃথিবীকেন্দ্রিক নৃত্য গীত করে। পূর্বপুরুষের কাছে বর্তমান গ্রামের সার্বিক অবস্থার বার্তা পাঠানোর উদ্দেশ্যে মোরগবলি করা হয়। এরপর খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে সন্ধ্যাবেলায় সারুল থানে প্রদীপ দিয়ে লায়া, ফুলশুশারি ও উপবাসী গন জাহিরা বুড়ি বা সারুল দেবতাকে কুলোতে করে নিয়ে আসা ও লায়ার বাড়িতে পবিত্র স্থানে রেখে রাত্রি জাগরণ করে পরের দিন আবার জাহিরা থানে সারুল দেবতাকে রেখে আসা হয়।

Keywords :- লায়ার পৌরহিত, সারুল গান, উপাখ্যান

ভূমিকা :- নৃতত্ত্ববিদগনের তথ্য অনুসারে প্রোটো অস্ট্রলয়েড বা আদি অস্ট্রেলিয় শ্রেণির অন্তর্গত মুন্ডা, ভূমিজ, ওরাং ও সাঁওতাল হল আদিবাসী। যাদের নিজস্ব আলাদা সংস্কৃতি রীতি নীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে যারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, ধ্যান চিত্তসংযোগ, যোগ্য, অহিংসা, সরলতা, অপরে নিন্দা না করা, লোভ না করা, জীবে দয়া. কুকর্মে লজ্জা, ধীর ভাব, তেজ, ক্ষমা, একাগ্রতা, নিজস্ব আলাদা সামষ্টিক সমাজ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে তারাই আদিবাসী। সমাজের বিভিন্ন উৎসব পালন করে পরস্পরের মধ্যে আত্মীয় বন্ধন গড়ে তোলে। আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারী ও প্রকৃতির রক্ষক। প্রকৃতির নানা নিরাকার রূপেই এদের আরাধ্য। বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী সারুল বিভিন্ন নামে পালন করে থাকে। যেমন মুন্ডা বা ভূমিজ সমাজ 'বা' পরব, সাঁওতাল 'বাহা' পরব, ওরাং খেকলা পরব।

উদ্দেশ্য

১. প্রকৃতির প্রধান বৃক্ষ শাল গাছ সম্পর্কে জানা।
২. সারুলের নিজস্ব মন্ত্র সম্পর্কে জানা।
৩. সারুলের বিভিন্ন গান ও ঝুমুর জানতে পারব।
৪. নিজস্ব লোকনৃত্য সম্পর্কে জানা।
৫. পূর্বপুরুষের রীতিনীতি সম্পর্কে জানা।
৬. কৃষিকাজের পূর্বাভাস সম্পর্কে জানা।

লায়ার পৌরহিত:- আদিবাসী ভূমিকা সমাজে সারুল উৎসবে বা পূজার জন্য গ্রামের লায়া তিন দিন ধরে পৌরহিত্য বা পরিচালনা করে থাকে। লায়া প্রথম দিন উপবাস করে শালপাতার একটি পুটলি বানিয়ে, তার সাথে তীর নিয়ে নিজস্ব গ্রাম ও তার পাশাপাশি গ্রামে বসবাসকারী ভূমির, মুন্ডা ও
মুড়া জনগোষ্ঠীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চৌকাঠাতে শালপাতার পুটলি রেখে সেই লোকজনকে ডেকে নিমন্ত্রণ করে বলা হয় যে আমাদের গ্রামে সারুল উৎসব হবে আপনারা সকলেই উপস্থিত হবেন। এইভাবে নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ দিয়ে সব শেষে জাহিরা থানে বা সারুল থানে যায়। পূর্বে লায়ার স্ত্রী জাহিরা থানে বা সারুল থানে গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করে রেখে দেয় এবং আলপনা দেয়। লায়া জাহিরা থানে বিভিন্ন দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষকে নিমন্ত্রণ করে এবং রাত্রে লায়া ও লায়ার স্ত্রী চাঁপাইন হাড়িয়া তৈরি করে পূজার নৈবেদ্যের জন্য।

দ্বিতীয় দিন লায়া উপোস করে সকালবেলাতে জাহিরা থান বা সারুল থানে গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করে এবং পুকুর থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরে পুরোটা দিন নিরামিষ আহার ভোজন করে।

এরপর তৃতীয় দিনে সূর্যোদয়ের পর গ্রামের ছেলেরা প্রতিটি বাড়িতে চাল ও মোরগ আদায় করে লায়ার বাড়ি থেকে বাঁশের তৈরি কুলাতে, ঝুড়িতে শাল ফুল, সিধা ফুল, মহুল ফুল, শাল পাতা এছাড়া আতপ চাল, সিন্দুর চাঁপাইন হাড়িয়া তরোয়াল, আতপ চালের গুড়ি , নাগরা সিঙ্গা ধামসা ইত্যাদি নিয়ে লায়া ও ফুলশুসারির সঙ্গে স্নান করে সাদা ধুতি ও গামছা পরিধান করে জাহিরা বুড়ি থানে পৌঁছে। পৌঁছানোর আগে গোবর জল দিয়ে সারুল থান পরিষ্কার করে রাখা হয়। সারুল থানে আতপ চালের গুড়ি দিয়ে বেড়া তৈরি করে এবং পূজা স্থলের চারপাশে ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ করে নিজস্ব মন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীকে প্রণাম জানানো হয়।

যেমন:-

জোহার জোহার সিং বোঙ্গা।
জোহার জোহার অতে এঙ্গা।
জোহার জোহার জাহির বুড়ি।
জোহার জোহার মারাং বুরু।
জোহার জোহার সীমা টাড়ি।

অর্থাৎ সূর্য দেবতাকে নমস্কার জানানো
পৃথিবীকে নমস্কার জানানো
জাহিরা বুড়িকে নমস্কার জানানো
বনদেবতাকে নমস্কার জানানো
গ্রামের সীমা টাড়ি দেবতাকে নমস্কার জানান।

এছাড়া পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে ও নয় মহলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নামে পূর্বে গ্রামের লোকজন নির্মিত শালকাঠ খেড় ঘাস, খড়ের তৈরি শিকল দিয়ে নির্মিত ছামড়া এছাড়া মাটির তৈরি হাতি ঘোড়ার কাছে জল শাল ফুল চাঁপাইন হাড়িয়া নিবেদন করে পূজা হয়। উপবাসকারী গণ অর্থাৎ লায়ার স্ত্রী ও অন্যান্য নারী পুরুষ উভয়ই নারী - লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পুরুষ - সাদা ধুতি ও কাঁধে গামছা পরিহিত করে জাহিরা থানে প্রণাম করে, মানত করে লায়ার কাছ থেকে প্রসাদ হিসেবে শাল ফুল ও নৈবেদ্য হিসেবে চাঁপাইন হাড়িয়া সেবন করে নাগরা সিঙ্গা, ধমসা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দে পরস্পরের কোমর ধরে সারুল গানের মধ্যে পৃথিবীকেন্দ্রে নৃত্য করে। প্রতিটি সারুল গান , ঝুমুরের মাধ্যমে শেষ হয়।

গানগুলি হল :-

জোহার জোহার সিং বঙ্গা, জোহার অতে এঙ্গা।
নেহর জোহার নেহর জোহার আতাং তালবেন।
নেহর জোহার নেহর জোহার তেলা তালেবেন।
জোহার কালে এতানা বেভার কালে এতান
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার আতং তালবেন।
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার তেলা তালেবেন।
জোহার জোহার মারাং বুরু জোহার জায়রা এঙ্গা।
নেহর জোহার নেহর জোহার আতাং তালেবেন।
নেহর জোহার নহর জোহার তেলা তালেবেন।
জোহারকালে এ তানা বেভার কালে এতানা
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার আতং তালবেন।
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার তেলা তালেবেন
জীবজিবালি মানবী হোন কো আবেন গেবেন আমোন কাদকো
মেনা লেয়া নে ধারতিরে হিরিজ পাসির রে।
মেনা লেয়া নে ধারতিরে নিধার রাচের রে ।।
জোহার কালে ও তানা বেভার কালে এতানা
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার আতাং তালেবেন
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার তেলা তালেবেন
ধাতিপুরী রেন বোঙ্গা কোটায়রে তার তাবেরেন তানালে
সীমা সাঁড়গে বোঙ্গা কে টাইরে তার তাবরন তানালে
সমাজ সুসার পাইটি কোরে দেঙ্গা হালেপে
সমাজ মার্শাল পাইটি কোরে গড় হালেপে
জোহারকালে এতানা বেভার কালে এতানা
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার আতং তালবেন।
জোড়তি জোহার জোড়তি জোহার তেলা তালেবেন।
চেড়ো বেরো রাহতালে লিচর্ড লিডু গেয়া
যাহা কোরে কালে গানরে আঁকা তালে পে
বাঁখেড় করে কালে গনেরে আঁকা তালে পে

অর্থাৎ হে সূর্য দেবতা, হে প্রকৃতি মাতা, হে মারাং বুরু, হে জায়রা এঙ্গা, হে মান্যগণ্য লোকজন আমরা দুই হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি বা প্রণাম করছি আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন এবং আমাদের বাসনা বা ইচ্ছা পূরণ করে দাও বা ফল দাও। পৃথিবীতে সমস্ত জীব ও মানুষকে তুমি আপন করে বা তোমার ছত্রছায়ায় রেখেছো। আমরা পৃথিবীতে শোষিত বা বঞ্চিত বা সফল হতে

পারছি না, আমাদেরকে শক্তি দাও যাতে সফল হতে পারি। আমরা তোমার এই পূজা করবো, তোমার কাছেই সমর্পণ করবো আমাদের দুই হাত জোড়ে প্রণাম ও প্রার্থনা গ্রহণ করো । প্রকৃতি মাতা ও সীমাটাড়ি দেবতার কাছে আমরা হাত জোড় করে প্রণাম করছি, যাতে আমাদের সাথে আমাদের সমাজকেও সঠিক পথ দেখিয়ে দাও আমরা নানাভাবে কাজ করে পথ হারিয়েছি এবং পৃথিবীতে থাকা সমস্ত পাখির সুরে তাল মিলিয়ে আপনাকে প্রার্থনা করছি।

এরপর জাহিরা থানে সন্ধ্যাবেলায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে কুলাতে করে মাথায় নিয়ে জাহিরা দেবতাকে লায়া নিজে বাড়িতে এনে পবিত্র স্থানে রেখে রাত্রি জাগরণ করে এবং পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে সকালবেলাতে লায়া আবার জাহিরা বুড়িকে জাহিরা থানে রেখে স্নান করে বাড়ি ফেরে।

উপাখ্যান:- 'যা রটে কিছু তা বটে' - জনশ্রুতি শোনা যায়। এই জনশ্রুতি শোনার জন্য হাজার বছর আগে ভূমিজ সমাজে প্রচলিত লোককথা জানতে হবে এবং সেইখানে লোককথা জানা যায় যে - একবার পৃথিবীতে এক বড় বিপর্যয় বা খরা হয়। সম্পূর্ণ চারপাশে শুষ্ক বর্ষার বৃষ্টির জলের কোন আশা নেই এবং বসবাসকারী সমাজের মানুষ ভয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ ভুমি, খেত, মাঠ, নদী শুকিয়ে যায় জলস্থর নিচে নেমে যায়, দামোদর নদ শুকিয়ে যায় রাজ্যের সমস্ত নদী পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, জঙ্গলের গাছও শুকিয়ে যায়। এমনকি লোকজন কি খাবার খাবে সেটাও চিন্তার বিষয়। লোকজন অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। এরপর সমস্ত লোকজন সিদ্ধান্ত নিল যে আমাদেরকে কিছু করতে হবে এবং সিংবোঙ্গা এর পবিত্র স্থান অর্থাৎ শাল গাছের নিচে সবাই মিলিত হয় এবং পুজো করে ও প্রার্থনা করে হে সিংবোঙ্গা দেবতা বৃষ্টি দাও না হলে সকলেই মারা যাবে। হে দেবতা বৃষ্টিতে আমরা প্রতিবছর এই সময় আপনার পূজা করবো। ভগবানের কাছে এইভাবে প্রার্থনা করে বৃষ্টি হয় এবং সেই দিন থেকে প্রতিবছর সারল উৎসব পালিত হয়।

উপসংহার:- সারুল একটি বসন্তকালীন, কৃষিভিত্তিক, উভয়লিঙ্গ দেবতার পূজা বা উৎসব৷ মানভূম বা পুরুলিয়াতে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' তার মধ্যে সারুল উৎসব অন্যতম৷ এই উৎসবের মাধ্যমে আদিবাসী ভূমিজ সমাজের জীবন যাত্রার গভীর মিল দেখা যায় প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ ও ঈশ্বরের সঙ্গে৷ আমার গবেষণা ধর্মী লেখনির মাধ্যমে আদিবাসী ভূমিজ সমাজের সংস্কৃতির দিকটি তুলে ধরা হয়েছে৷

তথ্যদাতা –

১. হারাধন সিং সর্দার (৪০)বলরামপুর (কুড়নি)।

২. চৈতন সিং মুড়া(৩৬)কোটশিলা, পুরুলিয়া -ভারতীয় ভূমিজ সমাজের জেলা সভাপতি।

৩. রোহিন সিং মুড়া (৪০)বাঘমুন্ডি (অযোধ্যা), পুরুলিয়া।

Endnotes :

১. বিপ্লব নায়ক, ভূমিজ পুনরুত্থান, পৃষ্ঠা -৯৮, ৯৯

২. ধীরেন বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সমাজ (প্রথম খন্ড)৯৯, ১০০, ১০১

Bibliography -

১. নায়ক, বিপ্লব, ভূমিজ পুনরুত্থান, published by Nabina A Tritiyo parisor publication www.tritiyoparisar.com 102,Maharshi Debendra Road, Kolkata – 700006, 2023

২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী সমাজ (প্রথম খন্ড) প্রকাশক, শ্রীমতি রিঙ্কি বাস্কে, ১৮/১, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা -৭০০০৪০।